বিশ্বকাপের বাইরে

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি নাকি নতুন দেশ পোর্তুগাল? চ্যাম্পিয়ন কে? ঊর্ধ্বমুখী বিশ্বকাপ জ্বরের মধ্যেও আক্ষেপ ইতালি, হল্যান্ডের মতো দলগুলির অনুপস্থিতি। পাঠকদের সামনে যা তুলে ধরলেন প্রদীপ চিকি

দুয়ারে সমাগত বিশ্বকাপ। একমাসব্যাপী ফুটবল উৎসবে মাতবে দুনিয়ার ফুটবল-পাগলের দল। ১৪ জুন মস্কোর রাতের আকাশ সাজবে আতসবাজির আলোকমালায়। ঠিক তখনই হতাশার আঁধারে ডুবে থাকবে কয়েকটা দেশ। কারণ, এবার ফুটবল বিশ্বযুদ্ধে রঙ্গমঞ্চে শরিক হওয়ার টিকিট মেলেনি। কোয়ালিফাইং রাউন্ডের দড়ি টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত ছিটকে গিয়েছে রিংয়ের বাইরে। নিয়ম মেনে অনেককেই বিদায় নিতে হয়, জায়গা হয় মাত্র ৩২ দেশের। কিন্তু কিছু দেশকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপের কথা ভাবা যায় না। তারা অটোমেটিক চয়েস। সেই সব দেশ না থাকার অর্থ বিশ্বকাপের জৌলুস একলাফে অনেকটা কমে যাওয়া। প্রত্যেকবার কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ইন্দ্রপতন ঘটে। কিন্তু বল মাঠে পড়ার আগেই রাশিয়া বিশ্বকাপের রং যেন একটু বেশিই ফিকে।

ইতালি

ফুটবল বিশ্বকাপ হচ্ছে অথচ ইতালি নেই ভাবা অসম্ভব। নীল রংয়ের জার্সির আকর্ষণই আলাদা। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। কিন্তু রাশিয়ার টিকিট জোগাড় করতে পারলেন না বুঁফোরা। আজুরিদের এমন দুর্ভাগ্য হয়েছিল ৫৮ বছর আগে। সুইডেন বিশ্বকাপে ছিল না ইতালি। কাকতালীয়ভাবে এবারও সেই সুইডিশ যোগ। ব্রোলিনদের দেশের বিরুদ্ধে প্লে-অফে জিততে পারলে ছবিটা অন্যরকম হতো। কিন্তু সুইডেনের কাছেও হেরে বসায় রাশিয়ার টিকিট অধরাই থেকে গেল। আঁটোসাটো ডিফেন্সের জন্য খ্যাত হলেও ইতালির ফুটবল কখনই বোরিং হয়নি। মাঝমাঠ কিংবা ফরোয়ার্ডে বাঘা বাঘা সব ফুটবলার উপহার দিয়েছে আজুরিরা। শেষ দু'টো বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায়। এবার হয়তো ডি রোসিদের নতুন লজ্জার মুখে ফেলতে চাননি ফুটবল দেবতা। হালফিলের পারফরম্যান্সের হাল যতই খারাপ হোক না কেন, বুঁফোরা না থাকার অর্থ রামধনু থেকে নীল রং খসে যাওয়া।

নেদারল্যান্ড

শুধুই কি নীল। রাশিয়ার আকাশে থাকবে না কমলা রং। রবেনদের দেশও এবার বিশ্বকাপের বাইরে। ডাচ ফুটবলের রোম্যান্টিকতায় বুঁদ হয়ে থাকে ফুটবলপ্রেমীরা। ক্রুয়েফের দেশ মানেই মুগ্ধতা। কিন্তু কমলা ঝড়ের সম্ভাবনা নেই। বিশ্বকাপের ট্রফিটা হাতে না উঠলেও ডাচদের নিয়ে উন্মাদনায় ভাটা পড়েনি। বিগত দু'টো বিশ্বকাপে একবার রানার্স অন্যবার তৃতীয়। সেই দেশটাই কোয়ালিফাইং রাউন্ডে গ্রুপ লিগে চার নম্বরে শেষ করল। গোটা ফুটবল দুনিয়ার মন খারাপ করে নিজেদের বিদায় ঘণ্টা নিজেরাই বাজালো নেদারল্যান্ড। গুলিটদের দেশ না থাকাটা ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বড় ধাক্কা।

চিলি

রাশিয়ার বিশ্বকাপকে বিবর্ণ করার দায়ভার অনেকটাই নিতে হবে চিলিকে। দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে অনেক আশা ছিল। ভিডালরা টানা দুবার কোপা জিতে সাড়া ফেলেছিলেন। মনে হচ্ছিল, এবার বিশ্বকাপের ঝাঁঝ বাড়াবে চিলি। লাল রাশিয়াকে আরও রক্তিম করতে পারতেন অ্যালেক্সি স্যানচেজরা। কিন্তু মেসি নামক মসিহার বদান্যতায় তাদের আর ভলগার তীরে সেলিব্রেশন করা হচ্ছে না।

ক্যামেরুন

লাল, নীল, কমলার মতো সবুজের শূন্যতায় ভরবে বিশ্বকাপের আকাশ। শোনা যাবে না আফ্রিকান সিংহের গর্জন। সবজে জার্সি গায়ে কৃষাঙ্গ শরীরের দামালপনার অভাব অনুভূত হবে রাশিয়ায়। রজার মিল্লার দেশ একবছর আগেই আফ্রিকার সেরার শিরোপা মাথায় তুলেছে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, তারাই বিশ্বকাপের যোগ্যতামান অর্জনে ব্যর্থ। জায়ান্ট কিলাররা না থাকায় ইন্দ্রপতনের সম্ভাবনাও কমল।

আমেরিকা

ফুটবলের সুপার পাওয়ার নয়। তবু আমেরিকা প্রত্যেকবারই নজরকাড়া ফুটবল খেলে। উপহার দেয় নতুন তারকার। এবারো ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচের মতো উঠতি তারকা দলে ছিল। পুলিসিচের মতো তারকা নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পেতেন ফুটবলের সেরা মঞ্চে। আপাতত চারবছর অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। লাল, নীল, সবুজ, কমলার অভাবে বিশ্বকাপের রামধনু সত্যিই কী ফ্যাকাশে হবে, নাকি নতুন তারার আবির্ভাবে সেই রং পূরণ করবে, সেটাই দেখার।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ক লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল ঃkheltekhelteubs@gmail.com